অ্যামনেসিয়া 2090
-- বিপ্লব মিত্র

বছর ২০৯০।
পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখন আর মস্তিষ্কে স্মৃতি বহন করে না। জন্মের কিছুদিন পরেই, ‘নিউরোডিস্ক’ নামের এক বিশেষ চিপ ইমপ্লান্ট করা হয় প্রতিটি শিশুর মস্তিষ্কে — স্মৃতি, শিক্ষা, আবেগ, এমনকি স্বপ্নও ডিজিটাল ফর্মে সেখানে সঞ্চিত হয়।

ড. রায়, একজন প্রবীণ নিউরো-ইঞ্জিনিয়ার, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে সাম্প্রতিক কালের কিছু লোকের নিউরোডিস্ক থেকে স্মৃতি চুরি হয়ে যাচ্ছে। যাদের স্মৃতি চুরি হচ্ছে, তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে চিনতেই পারছে না। কেউ কেউ নিজের পরিবার, এমনকি নিজের নামও ভুলে যাচ্ছে।

একদিন, একটি ১৪ বছরের মেয়েকে নিয়ে আসা হল ড. রায়ের ল্যাবে। নাম— **তিষা**। চোখে ভয়, মুখে শূন্যতা। সে কিছুই মনে করতে পারছে না। অথচ, তার ডিস্কে কোনও ত্রুটি নেই।

ড. রায় অনুসন্ধান শুরু করলেন। ধীরে ধীরে এক বিপজ্জনক চক্রান্তের হদিস মিলল— **"মেমোরি হ্যাকিং"**। কিছু কর্পোরেট গ্রুপ মানুষের স্মৃতি চুরি করে তা বিক্রি করে দিচ্ছে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, লেখকের মস্তিষ্ক থেকে তথ্য চুরি করে বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারে।

ড. রায় সিদ্ধান্ত নিলেন, থামাতেই হবে এই অপরাধ। তিনি গোপনে একটি নতুন সফটওয়্যার বানালেন— **"স্মৃতিবন্ধ"**, যা স্মৃতিকে এনক্রিপ্ট করে চুরি হওয়া বন্ধ করবে। কিন্তু সমস্যা শুরু হল তখনই…

তিষার মধ্যে আচমকা এক নতুন স্মৃতি জেগে উঠল— সে একসময় এই কর্পোরেট গ্রুপের সদস্য ছিল। সে-ই ছিল মূল হ্যাকারদের একজন, কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় নিজের স্মৃতিই হারিয়ে ফেলে।

এখন, সে কি আবার সেই দলে ফিরে যাবে? না কি ড. রায়ের সঙ্গে থেকে মানবতাকে রক্ষা করবে?

ড. রায় গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিষা এখন কিছু কিছু স্মৃতি ফিরে পাচ্ছে — ছায়ার মতো, অস্পষ্ট, কিন্তু ভীতিকর। একেকটা ফ্ল্যাশব্যাকে সে দেখতে পাচ্ছে *ডার্ক মিরর কর্পোরেশন*, এক গোপন গবেষণা কেন্দ্র, যেখানে মানুষের স্মৃতি বিক্রি করে তৈরি করা হয় ভুয়া পরিচয়, নকল প্রতিভা, এমনকি নকল জীবন।

তিষার চোখ ছলছল করে ওঠে,
"আমি কি আসলে খারাপ মানুষ ছিলাম, স্যার?"

ড. রায় বলেন,
"তুমি কারা ছিলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তুমি এখন কী হতে চাও সেটাই আসল।"

ড. রায় তার তৈরি করা সফটওয়্যার **"স্মৃতিবন্ধ"** তিষার নিউরোডিস্কে ইনস্টল করেন, যা তাকে ভবিষ্যতের হ্যাকিং থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু ঠিক সেই রাতে, তাদের ল্যাবরেটরিতে ঘটে বিস্ফোরণ।

© 2025 Biplab Mitra | www.biplabmitra.com

ড. রায় অজ্ঞান। তিষা ল্যাবের বাইরে এসে দেখে, সারা শহর জুড়ে চলছে **"মেমোরি ওয়াইপিং"**। ডার্ক মিরর কর্পোরেশনের হ্যাকাররা শহরের প্রতিটি মানুষের স্মৃতি মুছে ফেলছে — কেউ যেন অতীত মনে না রাখতে পারে, যেন তারা যেভাবে চাইবে সেভাবে মানুষকে নতুন করে প্রোগ্রাম করতে পারে।

তিষা একাই বেরিয়ে পড়ে সত্যের সন্ধানে। তার হাতে এখন দুটি পথ:

1. ডার্ক মিররে ফিরে গিয়ে নিজের পুরনো পরিচয় ফিরিয়ে আনা,
2. অথবা, নিজের নতুন স্মৃতি ব্যবহার করে ডার্ক মিররকে ধ্বংস করা।

সে প্রথমে গেল সেই গোপন গবেষণা কেন্দ্রে — 'স্মৃতি আর্কাইভ' নামে এক বিশাল সার্ভারে, যেখানে সংরক্ষিত আছে কোটি কোটি মানুষের স্মৃতি।

তার নিজের ফাইল খুঁজে পেয়ে সে অবাক — তাতে লেখা,
"Project A2090: তিষা নিজেই একটি জিনগত স্মৃতি হ্যাক প্রোগ্রাম। সে মানুষ নয় — এক 'লাইভ স্মার্ট কন্টেইনার'!"

তার মানে, তিষা আদতে একজন কৃত্রিম মানবী। তার অস্তিত্বই তৈরি হয়েছিল স্মৃতি চুরি করার জন্য।

সমাপ্ত --

© 2025 Biplab Mitra | www.biplabmitra.com